

া মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৭০০

পর্ব-১১: হজ (এআনা باتك)

পরিচ্ছেদঃ ১২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা হতে বিরত থাকবে

আরবী

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فَي جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فَي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

বাংলা

২৭০০-[৫] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শিকারের মাংস (গোসত/মাংস) ইহরাম অবস্থায়ও তোমাদের জন্য হালাল। যদি না তোমরা নিজেরা তা শিকার করো অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়ে থাকে। (আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ: আবূ দাউদ ১৮৫১, নাসায়ী ২৮২৭, তিরমিয়ী ৮৪৬, আহমাদ ১৪৮৯৪, দারাকুত্বনী ২৭৪৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৬৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৯৯২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৭১, য'ঈফ আল জামি' ৩৫২৪। কারণ জাবির (রাঃ) হতে মুত্ত্বালিব-এর শ্রবণটি প্রমাণিত নয়।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (لَحْمُ الْصِيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ) "শিকারী প্রাণীর গোশ্ত (গোসত/গোশত) তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও হালাল।" অর্থাৎ- শিকারী প্রাণী মুহরিম ব্যক্তির কোন নির্দেশ ইশারা-ইঙ্গিত ও সহযোগিতা ব্যতীত ইহরামবিহীন ব্যক্তি যাবাহ করলে বা শিকার করলে তা মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া বৈধ।

(أَوْ يُصَادُ لَكُمْ) ''অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।'' অর্থাৎ- শিকারী প্রাণী যদি মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার না করা হয় তাহলে তা মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া বৈধ।

এ হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল যারা বলেন, শিকারী প্রাণী যদি মুহরিমের উদ্দেশে শিকার না করা হয় তাহলে তা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ। পক্ষান্তরে তা যদি মুহরিমের উদ্দেশে শিকার করা হয় তাহলে তা মুহরিমের জন্য



খাওয়া বৈধ নয়। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও জমহূর 'আলিমদের অভিমত এটিই।

'আল্লামা শানকীত্বী বলেনঃ দলীল অনুযায়ী এ অভিমতটিই উত্তম। আর তা দু'টি কারণে।

- (ক) ভিন্নমুখী দলীলের মধ্যে যথাসম্ভব সমন্বয় করা ওয়াজিব। কেননা কোন দলীল পরিত্যাগ করার চাইতে দু' বিপরীতমুখী দলীলের মধ্যে সমন্বয় করা উত্তম। উপরে বর্ণিত অভিমত ব্যতীত সমন্বয় সম্ভব নয়। অতএব এ অভিমতটিই উত্তম।
- (খ) জাবির (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীস। ইমাম শাওকানী বলেনঃ হাদীস সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করেছে যে, যা মুহরিম স্বয়ং শিকার করে অথবা তার জন্য শিকার করা হয় আর যা মুহরিম স্বয়ং শিকার করেনি অথবা তার জন্য শিকার করা হয়নি- এ দু' প্রকার প্রাণীর হুকুম ভিন্ন। অতএব যা মুহরিম স্বয়ং শিকার করেনি অথবা তার জন্য শিকার করা হয়নি ঐ শিকারী প্রাণীর গোশ্ত (গোসত/গোশত) মুহরিমের জন্য হালাল। আর মুহরিম যা স্বয়ং শিকার করেছে অথবা অন্য কেউ মুহরিমের উদ্দেশে শিকার করেছে, তা মুহরিমের জন্য হালাল নয়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন